ই-অগ্রণী দর্পণ

২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা জুলাই ২০২০

মুজিব জন্মশতবার্ষিকী স্মরণিকা

জনমে জনমে মুজিব

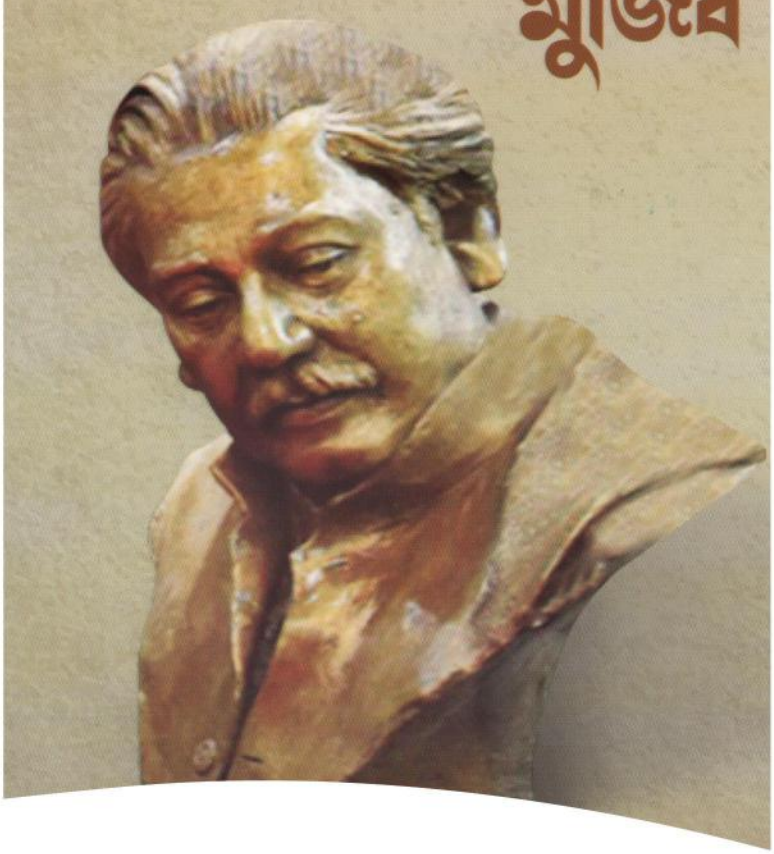

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড

Agrani Bank Limited

Committed to serving the nation

website : www.agranibank.org

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড

পরিচালনা পর্ষদ

ড. জায়েদ বখ্‌ত
চেয়ারম্যান

মাহমুদা বেগম
পরিচালক

কাশেম হুমায়ূন
পরিচালক

ড. মো. ফরজ আলী
পরিচালক

কেএমএন মঞ্জুরুল হক লাবলু
পরিচালক

খোন্দকার ফজলে রশিদ
পরিচালক

আব্দুল মান্নান (মৃত্যু ২৩ /০৬ /২০২০)
পরিচালক

মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও

ই-অগ্রণী দর্পণ

প্রধান উপদেষ্টা

মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও

উপদেষ্টা

মো. আনিসুর রহমান
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক

উপদেষ্টা

মো. রফিকুল ইসলাম
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক

উপদেষ্টা

নিজাম উদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক

প্রধান সম্পাদক

শেখর চন্দ্র বিশ্বাস
মহাব্যবস্থাপক

সম্পাদক

আল আমিন বিন হাসিম
সদস্য সচিব
অগ্রণী ব্যাংকের ইতিহাস প্রণয়ন ও আরকাইভস গঠন টিম

ই-অগ্রণী দর্পণ সম্পাদনা টিম

মো. মাহমুদুল হক
প্রিন্সিপাল অফিসার

মো. সোহান মন্ডল
প্রিন্সিপাল অফিসার

মোহাম্মদ শাকির হোসেন খান
প্রিন্সিপাল অফিসার

সঞ্চিতা শুচি
প্রিন্সিপাল অফিসার

এএইচএম জহিরুল ইসলাম
সিনিয়র অফিসার

খন্দকার মফিজুল ইসলাম
সিনিয়র অফিসার

প্রকাশনায় : স্পেশাল স্টাডি সেল, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ২৫/এ দিলকুশা (আলামিন সেন্টার), ঢাকা ১০০০।

ফোন +৮৮ ০২-৯৫১৫২৮৫, ssc@agranibank.org, www.eagranidarpon.org

সম্পাদকীয়

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম ও প্রধান বাঙালি যিনি মেধা ও মনন দিয়ে পূর্ব বাংলার মানুষের মনোজগতে স্বাধীনতার বীজ বপন করে, নিজ জীবন বাজি রেখে, কারিশমাটিক নেতৃত্ব দিয়ে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে ১৭ মার্চ ২০২০ অগ্রণী ব্যাংক চত্বরে বছরব্যাপী অনুষ্ঠানমালার এক বর্ণাঢ্য সূচনা করা হয়। মুজিব জন্মশতবার্ষিকী দেশের প্রতিটি নাগরিক এবং প্রতিষ্ঠানের জন্যই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অগ্রণী ব্যাংক মুজিব জন্মশতবর্ষে অঙ্গীকার করছে, নতুন নতুন উদ্ভাবনের মাধ্যমে গ্রাহককুলের মন জয় করে দেশের সবচেয়ে উন্নত-সমৃদ্ধ ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে জাতির জন্য সামগ্রিক কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসবে। করোনা সংকটেও মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে অগ্রণী ব্যাংকে জাতির পিতার প্রতি বছরব্যাপী শ্রদ্ধা নিবেদনার্থে বিভিন্ন কর্মসূচি চলমান রয়েছে।

করোনা-র অপছোঁয়া ধাইছে মানুষের দেহ জুড়ে। করোনা-র অপছায়া আচরিত দুনিয়াময়। একটি মুহূর্ত থেকে আরেকটি মুহূর্তে জগৎবাসী-কে কুরে কুরে খাচ্ছে করোনা-র ভয়। পৃথিবী গ্লোবাল ভিলেজ হওয়ায় করোনা দ্রুতক্ষণে বিশ্বমহামারী হয়ে সহসাই বিশ্ব-বিস্তৃতি পেয়েছে। দেশে দেশে স্বাস্থ্য-জ্ঞানী, শরীর বিজ্ঞানীরা করোনা-র স্বরূপ উদঘাটন, প্রতিকার ও প্রতিরোধে অচিন্ত্যপূর্ব তৎপর হয়েছেন। ঘোর আঁধারে আলোকচ্ছটাও দেখা দিচ্ছে টিকার আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার চিন্তা ও কর্মের চাকা চলমান আছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনগণের জীবনযাত্রা এবং করোনা-র স্বরূপ বুঝে সমন্বিত ব্যবস্থা নিচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংক সচেতনতামূলক পরিপত্র জারি করেছে। অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃপক্ষও বিষয়টিতে সজাগ ও তৎপর রয়েছেন। স্টাফ-মেম্বারদের স্বাস্থ্য-সুরক্ষার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতির চাকা সচল রাখতে বিজ্ঞ পর্ষদ এবং ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বিচক্ষনতা ও দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছেন। আমরা জুন ২০২০ পর্যন্ত দু'জন করোনা-র সম্মুখ যোদ্ধাকে হারিয়েছি যারা হলেন, তেজগাঁও শিল্প এলাকা কর্পোরেট শাখার অফিসার আব্দুল মালেক এবং প্রধান শাখার অফিসার মো. আব্দুর রহমান। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই নির্ভীক কর্মকর্তাদ্বয় করোনাকে উপেক্ষা করে নিজ দায়িত্বে অবিচল থেকে ব্যাংকিং সেবা দিয়ে গিয়েছেন।

ডিসেম্বর ২০১৯ মাস থেকে ব্যাংকের রুটিন ওয়ার্কের ইভেন্টগুলো www.eagranidarpon.org ওয়েব পেইজে প্রতিদিন আপলোড হয়ে আসছে। ই-অগ্রণী দর্পণ -এর একটি ই-বুক ফরম্যাট বেরুচ্ছে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে যার ডিসেম্বর ২০১৯ সংখ্যাটি যথাসময়ে প্রকাশিত হয়েছে। ২০ ফেব্রুয়ারি সংখ্যাটির আনুষ্ঠানিক অনলাইন উদ্বোধন করেন পর্ষদের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত। এপ্রিল এবং জুলাই ২০২০ সংখ্যা দু'টি করোনা সংকটের কারণে একত্রে প্রকাশিত হলো।

প্রাজ্ঞ অর্থনীতিবিদ ও গবেষক ড. জায়েদ বখ্‌ত এর নেতৃত্বে অগ্রণী ব্যাংকের রয়েছে একটি বিজ্ঞ ও ভাইব্রান্ট পরিচালনা পর্ষদ। এই করোনাকালেও তারা ব্যাংকের প্রয়োজনে যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, মনিটরিং এবং দিকনির্দেশনা প্রদান করছেন। এর ফলে অগ্রণী ব্যাংক তার চলার গতিতে পূর্বের ছন্দ ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে।

অগ্রণী ব্যাংক পূর্ব পাকিস্তানের সবচেয়ে পুরনো ও সমৃদ্ধশালী হাবিব ব্যাংকের উত্তরসুরি। ২৬ মার্চ ১৯৭২ হাবিব ও কমার্স ব্যাংক দু'টি নিয়ে 'অগ্রণী' নামায়নে অগ্রণী ব্যাংকের যাত্রা শুরু হয়। অগ্রণীতে প্রধানত নতুন উদ্ভাবনের দ্বার উন্মোচিত হয়েছিল বাংলাদেশের প্রবাদপ্রতীম ব্যাংকার লুৎফর রহমান সরকার -এর হাত ধরে। তার প্রবর্তিত গণমুখী ব্যাংকিংয়ে প্রবেশ করে ব্যাংকটি সুনাম অর্জন করে, মানুষের ভালোবাসা লাভ করে। অগ্রণী ব্যাংক ২০১৬-২০২০ সময়কালে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার পাদ-প্রদীপে চলে আসে বঙ্গবন্ধু কর্নার এর নন্দিত উদ্ভাবক মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম এর প্রণীত উদ্ভাবনী কর্মকান্ডের গুণে। তিনি অগ্রণীতে একটি নবযুগের সূচনা করেছেন।

অগ্রণী ব্যাংক জন্মলগ্ন থেকে দেশের তৃতীয় বৃহত্তম ব্যাংক। প্রথম অগ্রণীয়ান এমডি হিসেবে মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম অগ্রণীকে প্রায় সকল প্যারামিটারে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যাংকে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছেন। দেশের পূর্বতন দ্বিতীয় বৃহত্তম জনতা ব্যাংকের সাথে একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। জুন ২০২০ পর্যন্ত অগ্রণী ব্যাংক জনতার চেয়ে আমানতে ২,৭৫২ কোটি টাকা বেশি, আমদানিতে ২,৩৬৩ কোটি, রপ্তানিতে ২৩০ কোটি, রেমিট্যান্সে ৭৫৭.৪৩ মিলিয়ন ইউএস ডলার, অপারেটিং আয়ে ৪২৭ কোটি, শাখার সংখ্যায় ৪৩ টি, জনবল ১৯৮ জন বেশি এবং খেলাপি ঋণের হারে অগ্রণী যেখানে ১৩.১৩% জনতা সেখানে ২৪.৪০%। শুধুমাত্র ঋণ ও অগ্রীমে জনতা ৯,৫০৭ কোটি টাকায় এগিয়ে আছে। মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম এর মিশনারি উদ্ভাসন- 'অগ্রণীকে সবার অগ্রে থাকতে হবে' আজ শুধু কথার কথা নয়, বাস্তবেও প্রমাণিত সত্য।

একসময়ে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক 'অগ্রণী দর্পণ' এবং ত্রৈমাসিক 'Economic Newsletter' পত্রিকা দু'টির বিষয়বস্তুকে একীভূত করে 'ই-অগ্রণী দর্পণ' প্রকাশের লক্ষ্যে বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মহোদয়ের উদ্যোগটি আজ অগ্রণী পরিবারের সদস্যদের ক্রমাগতভাবে দৃষ্টি কাড়ছে যা একটি আনন্দের বিষয়। আমরা অনেক লেখা ও পরামর্শ পাচ্ছি যা উৎসাহব্যঞ্জক। 'ই-অগ্রণী দর্পণ' এর লেখক ও পাঠকদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিবাদন।

সূচীপত্র

১। ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের বর্ণাঢ্য সূচনা	০৬
২। লুৎফর রহমান সরকার ঃ প্রয়াণ দিনের শ্রদ্ধাঞ্জলি	০৮
৩। এল আর সরকার এক্সিকিউটিভ ফ্লোরঃ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত	১০
৪। স্মৃতিময় অগ্রণী আরকাইভস থেকে আলোকরশ্মির বিকিরণী	১১
অগ্রণী পরিক্রমা	
৫। অগ্রণীর সংক্ষিপ্ত সংবাদ	১২
৬। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অগ্রণী ব্যাংকের অনুদান	১২
৭। অগ্রণী ব্যাংক এবং বিকাশ এর মাধ্যমে সরকারের শিক্ষা উপবৃত্তি বিতরণ চুক্তি স্বাক্ষর	১২
৮। ই -অগ্রণী দর্পণ -এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত	১২
৯। অগ্রণীর ১৯ লেখকের ২৪ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন	১৩
১০। মৌলভীবাজার কর্পোরেট শাখার ৭২ বছর (৬ যুগ) পূর্তি উদ্‌যাপন	১৩
১১। অগ্রণী ব্যাংক বঙ্গবন্ধু কর্নারে ব্যাংক নামকরণের ডকুমেন্ট সংগ্রহ	১৪
১২। খেটে খাওয়া মানুষকে অগ্রণী ব্যাংকের ত্রাণ সহায়তা	১৪
১৩। অগ্রণী ব্যাংকে বিশ্ব নারী দিবস পালন	১৪
১৪। আন্তজার্তিক মাতৃভাষা দিবসে অগ্রণী ব্যাংকের আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	১৫
১৫। অগ্রণী ব্যাংকের ভার্চুয়াল বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত	১৫
১৬। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ সিঙ্গাপুর কর্তৃক প্রবাসীদেরকে মাস্ক বিতরণ	১৬
১৭। পরমাণু বিজ্ঞানী ড. এমএ ওয়াজেদ মিয়ার ৭৮তম জন্মদিনে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল	১৬
১৮। অগ্রণী ব্যাংকের প্রশিক্ষণ কর্মশালা	১৬
১৯। ঢাকা উত্তর অঞ্চলের টাউন হল মিটিং এবং মিট দ্য বরোয়ার	১৭
২০। ঢাকা দক্ষিণ অঞ্চলের গ্রাহক সমাবেশ ও টাউন হল মিটিং	১৭
চুক্তি ও সামঝোতা স্মারক	
২১। অগ্রণী ব্যাংক এবং বিকাশ এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর	১৮
২২। পেট্রোবাংলা ও অগ্রণীর এমওইউ স্বাক্ষর	১৮
২৩। অগ্রণী ব্যাংক ও সীমান্ত ব্যাংকের মধ্যে চুক্তি	১৯
২৪। অগ্রণী এবং ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে Customized Software চুক্তি স্বাক্ষর	১৯
২৫। অগ্রণী এবং টিভিএস অটো এর মধ্যে ঋণদানে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত	১৯
২৬। অগ্রণী ব্যাংকের লিড অ্যারেঞ্জমেন্টে ডাচ্-বাংলা পাওয়ার অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস এবং ওরিয়ন পাওয়ারের সাথে চুক্তি	১৯
সাফল্য সংবাদ	
২৭। অগ্রণী ব্যাংকের রেমিট্যান্স এ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তি	২০
২৮। সিলেট গৌরব সম্মাননা ২০২০ পেলেন মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম	২০
শোক সংবাদ	
২৯। শোক সংবাদ	২১
৩০। করোনায় অগ্রণী'র উৎসর্গীকৃত যোদ্ধা আমরা তোমাদের ভুলবো না	২২
ক্রীড়া	
৩১। বিভিন্ন অঞ্চলে অগ্রণী ব্যাংকের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত	২৩
স্বাস্থ্য	
৩২। Covid-19 ভাইরাস সম্পর্কে স্বাস্থ্য সচেতনতা	২৫
ফটোগ্যালারি	
৩৩। ফটোগ্যালারি	২৬

১৭ মার্চ
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের বর্ণাঢ্য সূচনা

বেলুন উড়িয়ে মুজিব জন্মশতবর্ষ অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করছেন সম্মানিত পরিচালক কেএমএন মঞ্জুরুল হক লাবলু এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম

যতকাল রবে পদ্মা যমুনা গৌরী মেঘনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।
দিকে দিকে আজ অশ্রুমালা রক্তগঙ্গা বহমান
তবু নাই ভয় হবে হবে জয়, জয় মুজিবুর রহমান।
অন্নদাশংকর রায়

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর প্রধান কার্যালয় প্রাঙ্গণে সর্বকালের সেরা বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে ব্যাংকের বছরব্যাপি মুজিব জন্মশতবার্ষিকী কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করা হয়। এদিন আলোচনা, দোয়া, বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতা পাঠ ও সংগীত পরিবেশন, স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি, 'জনমে জনমে মুজিব' নামক একটি স্মরণিকা প্রকাশ, সিংগাপুরস্থ বাংলাদেশীদের মোবাইল এর মাধ্যমে দেশে সরাসরি টাকা প্রেরণের জন্য 'অগ্রণী রেমিট এ্যাপস্' উদ্বোধন এবং নগদ ঋণ আদায় কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সদস্য কেএমএন মঞ্জুরুল হক লাবলু, বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনিসুর রহমান। এছাড়াও উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকদ্বয় মো. রফিকুল ইসলাম এবং নিজাম উদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরীসহ সর্বস্তরের নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। যদিও করোনা ভাইরাসের কারণে সতর্কতা হিসেবে লোক সমাগম সীমিত করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল। তবুও প্রাণের টানে মুজিবের আদর্শকে বুকে নিয়ে বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

দিনের শুরুতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও এর নেতৃত্বে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ব্যাংকের পক্ষ থেকে ফুল দেয়া হয়। অতঃপর ব্যাংকের প্রধান শাখার প্রাঙ্গণে পতাকা উত্তোলন এবং বেলুন উড়ানোর মাধ্যমে মুজিব জন্মশতবর্ষ অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধন করা হয়। পবিত্র কোরআন ও গীতা থেকে পাঠ করা হয় এবং বঙ্গবন্ধুর জন্য বিশেষ মোনাজাত করা হয়। জাতির পিতার শততম জন্মদিন উপলক্ষে কেক কাটা হয়।

মুজিব জন্মশতবর্ষকী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন পর্ষদ পরিচালক কে এম এন মঞ্জুরুল হক লাবলু

স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি

প্রধান শাখার ক্যাশ কাউন্টারের সামনে আয়োজিত স্থানে ব্যাংকের মোট ২১ জন সদস্য স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। পরে তাদেরকে অগ্রণী ব্যাংকের পক্ষ হতে স্বেচ্ছায় রক্তদানের জন্য সনদপত্র প্রদান করা হয়।

'জনমে জনমে মুজিব' স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন

মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে 'জনমে জনমে মুজিব' শীর্ষক প্রকাশিত স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন করা হয়। উক্ত স্মরণিকাটি নামকরণসহ এর প্রকাশনাকার্যের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন এমডি এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। উপদেষ্টা হিসেবে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনিসুর রহমান, মো. রফিকুল ইসলাম এবং নিজাম উদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী রয়েছেন। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ। প্রধান সম্পাদক ছিলেন মহাব্যবস্থাপক ও অগ্রণী

মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত 'জনমে জনমে মুজিব' শীর্ষক স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচনের ফটোসেশনে অতিথিবৃন্দ

ব্যাংকের ইতিহাস প্রণয়ন ও আরকাইভস গঠন টিমের প্রথম চেয়ারম্যান সুকান্তি বিকাশ সান্যাল, সম্পাদক ছিলেন অগ্রণী ব্যাংকের ইতিহাস প্রণয়ন ও আরকাইভস গঠন টিমের সদস্য সচিব লেখক ও গবেষক আল আমিন বিন হাসিম। অফসেট কাগজে সম্পূর্ণ চার রঙে ছাপা স্মরণিকাটিতে ছবিসহ বঙ্গবন্ধুর জীবনপঞ্জি, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ছড়া ইত্যাদি স্থান পেয়েছে। স্মরণিকার অন্যতম আকর্ষণ ছিল মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম লিখিত 'কৃষকপ্রেমী বঙ্গবন্ধু' এবং আল আমিন বিন হাসিম লিখিত 'মুজিবীয় পথরেখায় অগ্রণী ব্যাংকে সুদিনের প্রবর্তন' প্রবন্ধ দু'টি। স্মরণিকার প্রচ্ছদে রয়েছে অগ্রণী ব্যাংকে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু কর্নার –এ জাতির পিতার ব্রোঞ্জ নির্মিত আবক্ষ ভাস্কর্যের ছবি।

সিংগাপুরস্থ প্রবাসীদের জন্য 'অগ্রণী রেমিট' মোবাইল এ্যাপস্ উদ্বোধন

সিংগাপুরস্থ বাংলাদেশীদের জন্য মোবাইল থেকে দেশে রেমিট্যান্স পাঠানোর জন্য অগ্রণী ব্যাংকের একটি নিজস্ব মোবাইল এ্যাপস্ এর শুভ উদ্বোধন করেন পর্ষদের সম্মানিত সদস্য কেএমএন মঞ্জুরুল হক লাবলু। অগ্রণী ব্যাংক সিংগাপুর এক্সচেঞ্জ হাউস এর সিইও এস এম শরীফুল ইসলাম সহ কর্মকর্তা ও গ্রাহকরা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। মোবাইল এ্যাপস্ এর মাধ্যমে সিংগাপুর এক্সচেঞ্জ হাউস থেকে বাংলাদেশে তাৎক্ষণিকভাবে সরাসরি ১০ ডলার করে দুটি রেমিট্যান্স করা হয়।

মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে বিশেষ ঋণ আদায় কার্যক্রম

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে নগদ ঋণ আদায় কর্মসূচীর আওতায় প্রধান শাখার ৭১.৭১ লক্ষ টাকা, বৈদেশিক বাণিজ্য কর্পোরেট শাখার ১৭.৫০ লক্ষ টাকা, তেজগাঁও কর্পোরেট শাখার ২.৫০ লক্ষ টাকা, নবাবপুর কর্পোরেট শাখার ১২.০০ লক্ষ টাকা, ঢাকা উত্তর অঞ্চলের ১৩.৫০ লক্ষ টাকা সহ মোট ১৩৩ জন ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে সর্বমোট ২ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা নগদ আদায় হয়। মুজিববর্ষে সম্মানিত গ্রাহকরা নিজেদের আন্তরিকতা উৎসর্গ করে ঋণমুক্ত হন।

পরিচালক কেএমএন মঞ্জুরুল হক লাবলু ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও কে স্মার্ট এমডি হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং অগ্রণী ব্যাংকে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত উদ্বোধনী কর্মসূচিতে ঋণ আদায়, স্বেচ্ছায় রক্তদান, মোবাইল এ্যাপস্ উদ্বোধন এবং 'জনমে জনমে মুজিব' স্মরণিকার প্রকাশনা নিয়ে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। জাতির পিতার

জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে পরিচালক মহোদয় এবং এমডি ও সিইও এর নিকট সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দ ঋণ আদায়ের চেক জমা দিচ্ছেন

শততম জন্মদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করেন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম তার আলোচনায় বলেন, অগ্রণী ব্যাংক এর নামকরণ হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান করে গিয়েছিলেন। এই ব্যাংকে তার আদর্শের ব্যত্যয় কখনোই ঘটতে দেবো না। অবিরত অগ্রযাত্রায় এগুতে থাকবে আমাদের এই অগ্রণী ব্যাংক। সবাইকে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ধারণ করে তিনি অগ্রণী ব্যাংককে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

সবশেষে অনুষ্ঠানের সভাপতি উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনিসুর রহমান উপস্থিত নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার কর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

লুৎফর রহমান সরকার

প্রয়াণ দিনের শ্রদ্ধাঞ্জলি

আব্দুল্লাহ আল মোহন

বাংলাদেশের ব্যাংকিং জগতে উদ্ভাবনী মেধা সম্পন্ন ব্যাংকার হিসেবে পথ প্রদর্শক ছিলেন লুৎফর রহমান সরকার। সদ্য স্বাধীন দেশের উপযোগী ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজে তিনি সদা সচেষ্ট ছিলেন। ব্যাংকিং পেশায় তিনি যখন যে পদে ছিলেন, সে পদে থেকেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন আজীবন। তিনি ১৯৯৬-৯৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের ৬ষ্ঠ গভর্নর ছিলেন। দীর্ঘদিন বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগে ২০১৩ সালের ২৪ জুন ঢাকার একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রথিতযশা ব্যাংকার, রম্য লেখক, সমাজ হিতৈষী এল আর সরকার বগুড়া জেলার ফুলকোটে ১৯৩৪ সালের ১ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। রম্য সাহিত্যিক হিসেবেও তিনি ছিলেন অসাধারণ। বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের সাথে ছিল তার নিবিড় যোগাযোগ, – তিনি কেন্দ্রের অন্যতম ট্রাস্টি। বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র আজকের বড় হয়ে ওঠার পেছনে যাদের অদৃশ্য অবদান বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য, তাদের অন্যতম একজন ছিলেন তিনি। তার স্মরণসভায় অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ যথার্থই বলেছেন – 'তার যোগ্যতা, সততার সামনে সবাই মাথা নত করত।' মনীষী আহমদ ছফা তার 'বাঙালি মুসলমানের মন' গ্রন্থটি এল আর সরকারকে উৎসর্গ করে লিখেছেন 'সংস্কৃতিপ্রেমী হৃদয়বান মানুষ' হিসেবে।

২০১৩ সালের জুনের মাঝামাঝি এল আর সরকারকে পিজি হাসপাতালের কেবিনে চিকিৎসাধীন দেখেছি, কাছে এগিয়ে গিয়েছি। সেখানে স্যারের মেয়ে লতিফা জামান লাকী ছিলেন।

গণমুখী ব্যাংকার এল আর সরকার স্মরণে ১৩ জুলাই বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে শোকসভা হয়। অনুষ্ঠানে সাহিত্যিক হিসেবে তার পরিচয় তুলে ধরেন শিশু সাহিত্যিক ও গবেষক আহমদ মাযহার। তিনি বলেন "এল আর সরকার কেবল ব্যাংকারই ছিলেন না তিনি একজন ভালো সাহিত্যিকও ছিলেন।" তার লেখার ভঙ্গীও ছিল অসাধারণ। তার প্রথম গ্রন্থ 'দৈনন্দিন' ছিল একটি রম্য রচনা। এরপর তিনি লিখেছেন 'সূর্যের সাত রঙ', 'জীবন যখন যেমন', 'কতিপয় জনপ্রিয় কার্যকলাপ'। এছাড়া তার বেশ কিছু ছড়া ও সংকলিত গ্রন্থ রয়েছে। অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলেন, 'রাস্তায় বের হলে আমরা অনেক ধরণের মানুষ দেখতে পাই- সাধারণ মানুষ, অসাধারণ মানুষ, জটিল মানুষ, কুটিল মানুষ। তিনি ছিলেন সবার থেকে আলাদা অসাধারণ মানুষ। তাকে দেখলে মনে হত, রাজার মত একজন মানুষ দাড়িয়ে আছেন। আমি যখনই তার কর্মস্থলে গিয়েছি, দেখেছি তার অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারি তার জন্য পাগলের মত কাজ করত। এটা হত এই জন্য যে, তার যোগ্যতার সামনে, সততার সামনে সবাই এভাবেই মাথা নত করত। আমাদের এখন যেটা দরকার ওনার মত ন্যায়বান, আদর্শবান মানুষ কোনো লোভ বা ভয় যাকে টলাতে পারতো না'। বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের প্রধান ট্রাস্টি মাহবুব জামিল বলেন, 'তিনি ব্যাংকিং খাত নিয়ে ভাবতেন, ভাবতেন দেশ নিয়ে'।

তিনি "বিকল্প – বিশ্ববিদ্যালয় কর্মসংস্থান প্রকল্প"- এর মাধ্যমে সমাজ বদলে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি যুবশক্তিকে সবসময় শক্তি বলে মনে করতেন। তার প্রশ্ন ছিল – বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হওয়া একজন শিক্ষার্থীকে ঋণ দিতে জামানত লাগবে কেন? সনদই তো তার সব থেকে বড় জামানত। "বিকল্প" নিয়ে এরশাদের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় তাকে জেল খাটতে হয়েছে। তার মেয়ে লতিফা আকতার জামান বলেন, "আব্বা আমাদের একাডেমিক রেজাল্ট নিয়ে খুব একটা বিচলিত হতেন না। তিনি সবসময় বলতেন, ভালো মানুষ হওয়ার চেষ্টা কর। আমাদের দেশে অনেক কিছু আছে, কিন্তু ভাল মানুষের খুব অভাব।"

তার মৃত্যুতে একজন চৌকষ, উদ্ভাবনী ও গুণী ব্যাংকার এবং অসাধারণ এক ব্যক্তিত্বকে হারিয়েছে বাংলাদেশ। তিনি আমাদের দেশের উদ্ভাবনী ব্যাংকিং এর একজন পথপ্রদর্শক। তিনি গণমুখী ব্যাংকিং খাতের উদ্যোক্তা। তিনি সাধারণ মানুষের জন্য বন্ধ থাকা ব্যাংকের দরজা খোলার চেষ্টা করেছেন। সরকারি নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ব্যাংকিং সেবা সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে গ্রামীণ অর্থনীতিরও সূচনা করেন তিনি। গণসম্পৃক্ততার জন্য তিনি গ্রাহক সমাবেশের প্রচলন করেন। দেশের শিল্পায়নে ২০০ কোটি টাকার শিল্প ঋণ কর্মসূচিও তিনি গ্রহণ করেন। মানুষকে সঞ্চয়মুখী করতে জনপ্রিয় প্রোডাক্ট ডিপিএস তারই ধারণার ফসল। মানুষকে সঞ্চয়মুখী করার সঙ্গে সঙ্গে মূল্যবান এ আমানত যাতে উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ হয় তার জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী শিল্পে অর্থায়নের দ্বার তিনিই উন্মোচন করেন।

স্বাধীন বাংলাদেশের স্কুল ছাত্রদের ব্যাংকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে তিনি স্কুল ব্যাংকিং এর প্রসার ঘটিয়েছেন।

ক্ষুদ্র ঋণ ও কৃষি ঋণ বিতরণেও তার সাফল্য ছিল। শ্রমিকদের ব্যাংক হিসাব খোলার ব্যবস্থা করেছেন। রিকশা শ্রমিকদের ব্যাংক হিসাব খোলার ব্যবস্থা করেছিলেন। রিকশা চালকদের রিকশা মালিক বানানোর লক্ষ্যে ব্যাপকভাবে রিকশা ঋণও দিয়েছেন তিনি।

দেশের শিক্ষিত বেকারদের মধ্যে থেকে নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির একজন কারিগর ছিলেন তিনি। দেশের শিল্পায়নে যুব সমাজকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্ভাবনী ও সৃজনশীল কর্মোদ্যোগ গ্রহণ

করেছেন। তার এসব গণমুখী ব্যাংকিং কর্মকান্ডই তাকে গণমানুষের ব্যাংকার হিসেবে পরিচিত করেছিল।

এল আর সরকারের বাবা – দেরাজতুল্লা সরকার, মা- বেগম আসাতুনেছা, স্ত্রী – মনোয়ারা সরকার। তিনি ৪ কন্যার জনক। ১৯৪৯ সালে বগুড়া ডেমাজানী হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক, আইএ (কলা) ও স্নাতক কলা বগুড়ার আজিজুল হক কলেজ থেকে যথাক্রমে ১৯৫১ ও ১৯৫৩ সালে। ১৯৫৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএ। কিছুদিন রেডিও পাকিস্তানে করাচী স্টুডিওতে চাকুরী করেন। ১৯৫৮ সালে করাচীতে হাবিব ব্যাংকে প্রবেশনারি অফিসার হিসেবে যোগ দেন। ১৯৬৫ সালে হাবিব ব্যাংক ছেড়ে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকে আরও উচ্চপদে নিয়োগ পান।

১৯৭২ সালে তিনি রূপালী ব্যাংকের ডিজিএম এবং ১৯৭৬ সালে অগ্রণী ব্যাংকের জিএম নিযুক্ত হন।

বাংলার অতি সাধারণ জনমানুষের দৈনন্দিন জীবনে আর্থিক লেনদেনের সংস্কৃতি এবং এর মধ্যেকার মুৎসুদ্দিসুলভ মানসিকতার পাঠ তার চিন্তা চৈতন্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। অর্থ ভাবনা আর যোগ্য ব্যবস্থাপনার কুশলী ও চিন্তানায়ক সজ্জন সৃজনশীল ব্যাংকার হিসেবে ক্যারিয়ারের প্রথম থেকেই প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হন তিনি। স্বৈরাচার এরশাদ আমলে তার স্বার্থের মনোবাঞ্চনা পূরণ না করায় তাকে জেল পর্যন্ত খাটতে হয়েছে।

তিনি যেসব ব্যাংকের এমডি ছিলেন, অগ্রণী ১৯৮২-'৮৩, সোনালী ১৯৮৩-'৮৪, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ১৯৮৮-'৯৪, প্রাইম ব্যাংক লি. ১৯৯৪-'৯৬, গভর্নর বাংলাদেশ ব্যাংক ১৯৯৬-'৯৮, প্রধান উপদেষ্টা মার্কেন্টাইল ব্যাংক, ১৯৯৯-২০০৫।

তিনি ১৯৭৫ সাল থেকে সুস্থ থাকা অবধি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগের খন্ডকালীন শিক্ষক ছিলেন। তার নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাণিজ্য অনুষদে প্রতিষ্ঠা করেছেন এল আর সরকার চেয়ার অধ্যাপকের পদ যা তার কাজের একটা বিরাট স্বীকৃতি এবং তার জন্য অনেক সম্মানের। তিনি লিটল ম্যাগাজিনগুলোকে অকাতরে বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। লিটল ম্যাগাজিনের মাধ্যমে সাহিত্যের ভান্ডার উর্বর করা এবং নতুন লেখকের লেখা প্রকাশে সহযোগিতার দ্বার ছিল তার কাছে উন্মুক্ত।

কর্মজীবনে তিনি ছিলেন ইতিবাচক স্বচ্ছ চিন্তার অধিকারী। তিনি নিজে সৎ, কর্মঠ এবং উদ্ভাবনী ভাবনার বিকাশে তৎপর ছিলেন। তার কথা একজন অসৎ লোক কখনো ট্রাস্টি হতে পারে না। একজন ব্যাংকারের সামনে লক্ষ কোটি টাকা পড়ে থাকবে, তাকে ভাবতে হবে এটা জনগনের টাকা। জনগণের টাকাকে নিজের ভাবাটাই অন্যায়। একজন আমানতকারীর বিশ্বস্ততা নষ্ট করলে তার অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। গতানুগতিক ক্লাস ব্যাংকিং এর বিরুদ্ধে তিনিই প্রথম প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন এবং "মাস ব্যাংকিং" অর্থাৎ সাধারণ্যে ব্যাংকিং দুয়ার উন্মুক্ত করে ছিলেন। গ্রামে-গঞ্জে সাধারণ মানুষের কাছে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দিতে হবে। গ্রামের অর্থনীতিকে শহরের অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত করতে না পারলে বিভাজন বাড়বেই। এজন্য গ্রামে তিনি ব্যাংকের শাখা খুলেন। এ দেশের শিল্পায়নে যুবসমাজকে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রমী উদ্যোগ ছিল দৃশ্যমান। "বিকল্প" – এর স্রষ্টা হিসেবে শ্রমের মর্যাদাকে তিনি উচ্চমানে স্থাপন করেন।

সাধারণ মানুষকে সঞ্চয়মুখী করার লক্ষ্যে তিনিই জনপ্রিয় 'ডিপোজিট পেনশন স্কিম' চালু করেছিলেন। যে মানুষটি মাটির নিচে, বাঁশের খোপে, কাঁথার ভাজে সঞ্চয় লুকিয়ে রাখত, সে মানুষটি ব্যাংক চিনল, তার সঞ্চয়ের লাভ পেতে থাকল। কৃষি, শস্য ঋণ পেয়ে মহাজন, দালাল, ফড়িয়াদের হাত থেকে মুক্তি পেতে শিখল।

ছড়া, কবিতা ও রম্য রচনা তার হাতে নতুন দিকদর্শন পেয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ পদে ব্যস্ত সময় থেকেও তার ভেতরে লুক্কায়িত ছিল একটি সদাহাস্য শিশুমন। একজন রম্য লেখক ও ছড়াকার হিসেবেও তিনি ছিলেন সার্থক। তার প্রথম রম্য গ্রন্থ 'দৈনন্দিন' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে, ১৯৭৬ সালে দ্বিতীয় বই 'সূর্যের সাত রঙ' ১৯৮০ সালে 'জীবন যখন যেমন' এবং ১৯৮৮ সালে 'কতিপয় জনপ্রিয় কার্যকলাপ'। এছাড়াও তার প্রকাশিত অন্যান্য ছড়াগ্রন্থ 'টিয়ে পাখির বিয়ে (১৯৭৯)', 'নতুন বউ (১৯৮২)', খুকু মনির শ্বশুরবাড়ি (২০০৩), 'রম্য রচনা সমগ্র (১৯৯৬)', সংকলনঃ বরণীয় জনের স্মরণীয় বানী (২০০২)।

তার রম্যরচনার প্রেক্ষাপট ছিল সমাজের অভ্যন্তরের অসঙ্গতি, অসামাজিক আচার ব্যবহার, অবহেলিত মানুষের জীবনচিত্র সহজ সরল এবং রসবোধ ভাষায় তিনি রচনা করেছেন। মানুষের জীবনপ্রবাহের অসংলগ্ন বিষয়গুলো তিনি পরিমার্জিত সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা, উন্নয়নের জন্য রসাত্মক প্রলেপে বর্ণনা করেছেন। সাহিত্য সমালোচকদের মতে, তার সব লেখাতে রয়েছে তীর্যক দৃষ্টিভঙ্গী ও সমাজ সমালোচনার সরস পরিবেশনা। সমাজ সচেতন ছিলেন বলেই ব্যক্তির, গোষ্ঠির, সমাজের দীনতা ব্যর্থতাকে রম্য ভাবনার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে তিনি কলম ধরেছিলেন। রম্য রচনা ছাড়াও সমাজ সচেতন অনেক ছড়াও প্রকাশিত হয়েছে তার।

ড. কাজী দীন মুহম্মদ তার 'দৈনন্দিন' গ্রন্থটি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, "আলোচ্য গ্রন্থের প্রবন্ধগুলো লেখকের সমাজ সচেতন মনের একটা পরিচ্ছন্ন দীপ্ত আভার আলোর ঝলকানি আমাদের সচকিত আনন্দ দান করে, মুগ্ধ করে।"

কবি বন্দে আলী মিয়ার ভাষায়, "দৈনন্দিন নামক গ্রন্থখানি রস সাহিত্যের একটি অভিনব সংযোজন"।

বিশিষ্ট লেখক সৈয়দ আবদুস সুলতানের ভাষায়, "লুৎফর রহমান সরকারের লেখা পড়ে আবার একথাও মনে হয়, পাঠককে আনন্দ দান করা যেন তার প্রধান উদ্দেশ্য নয়। পাঠকের চেতনাহীন মনকে উচ্চকিত করে তোলা। জীবনের ব্যথা বেদনাতে নিজের যে গভীর অনুভূতি তাতে পাঠকের সহযোগিতার আবেদন জাগানো, অন্যায়ের

বিরুদ্ধে প্রতিবাদের স্তরকে বলিষ্ঠ করে তোলা বুঝি তার লক্ষ্য।
"

উচ্চতর কোনো পদ লাভে তিনি তৃষ্ণার্ত ছিলেন না। কোন প্রতিযোগিতায় নামেন নি। যা কিছু পেয়েছেন, তার নিজ কর্মগুণে। তিনি খুব বড় কোন পুরস্কার পাননি। কিন্তু হয়েছিলেন ব্যাংকিং জগতের কিংবদন্তী ব্যক্তিত্ব। তিনি কখনো কোনো স্বীকৃতির জন্য লালায়িত ছিলেন না। তারপরেও যারা তাকে সম্মানিত করে নিজেরা সম্মানিত হয়েছেনঃ সুফি মোতাহের হোসেন সাহিত্য পুরস্কার (১৯৭৯), আমি, তুমি ও সে পুরস্কার, কুমিল্লা (১৯৮৪), আসাফউদদ্দৌলা স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৫), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক দল কর্তৃক সম্মাননা (১৯৮৫), সেন্টার ফর বাংলাদেশ কালচার পুরস্কার (১৯৮৮), বাংলাদেশ কৃষি সংসদ স্বর্ণপদক, (১৯৯০), কবিতালাপ পুরস্কার, খুলনা (১৯৯১), বগুড়া লেখক চক্র পুরস্কার (১৯৯১), বাংলা একাডেমি সম্মানসূচক ফেলোশিপ (১৯৯৯), ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকার্স, ব্যাংকার্স এসোসিয়েশন যৌথভাবে সব ব্যাংকের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমানের নেতৃত্বে তাকে সম্মাননা জানান হয় ২০১০ সালের ৮ ডিসেম্বর। সম্মাননা নিতে এসে অসুস্থ অবস্থায় হুইল চেয়ারে বসে তিনি জড়ানো কণ্ঠে বলেছিলেন "সম্মাননার যোগ্য আমি নই, যা করেছি দায়িত্ব পালনের জন্যই করেছি"।

একজন রম্য গল্পকার হিসেবে লুৎফর রহমান সরকার ছিলেন খুব সচেতন, লেখার মাধ্যমে তিনি সরাসরি কাউকে আঘাত করেননি। তার রচনাতে যেমনি জীবনের দেখা অদেখা অসংগতির ব্যাঙ্গাত্মক উপস্থাপনা লক্ষ্য করা গেছে, তেমনি মানুষের মনের সুন্দরতম নৈকট্যে মৃদু আঘাত করে সচেতন করেছেন। তিনি বাংলাদেশের আবহমান সংস্কৃতি ও আর্থ-সামাজিক পরিবেশের উন্নয়ন ভাবনায় নিবেদিত চিত্ত ছিলেন, নানান পথ, পন্থা আর প্রতিষ্ঠান উদ্ভাবনে সৃজনশীল ছিলেন আজীবন। আর তাই সকৃতজ্ঞ জাতি তাকে স্মরণে রাখবে। তার চিন্তাচেতনায় অভিষিক্ত হয়ে, তা অনুসরণে – বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধ হয়ে। তার অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিশেষ করে আর্থিক খাতে প্রয়াস প্রচেষ্টায় সৃজনশীল একজন কর্মবীরের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ব্যাংকিংকে বিশেষ করে ব্যাংক ব্যবসাকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনুগামী করণে, আর্থিক খাতকে সহনশীল, টেকসই ও সমৃদ্ধশালী করণে এবং সর্বোপরি একে গণমুখী, সহজ সরল ও সামাজিকীকরণে তার অবদান অনস্বীকার্য। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে গণমানুষের জন্য ব্যাংক বা ব্যাংকিংকে গণমুখী করণে তার উদ্যোগগুলো পাথেয় ও পথপ্রদর্শনযোগ্য হয়ে থাকবে।

(তথ্যসূত্র- দৈনিক কালের কণ্ঠ, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক মানবজমিন, সাপ্তাহিক, ইন্টারনেট। ২৪ জুন ২০১৬, ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭, ২৪ জুন ২০১৭।)

এল আর সরকার এক্সিকিউটিভ ফ্লোর: এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

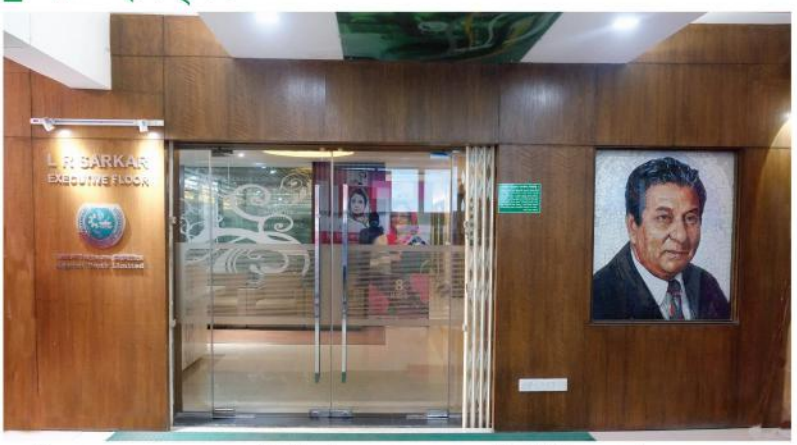

অগ্রণী ব্যাংকের পঞ্চম তলায় প্রতিষ্ঠিত 'এল আর সরকার এক্সিকিউটিভ ফ্লোর'

আজ বাংলাদেশে এতো ব্যাংক হয়েছে যার মধ্যে অনেক স্মরণীয় ও বরণীয় ব্যাংকার রয়েছেন। কিন্তু তার মধ্যে ক'জনকে এই ব্যাংকগুলো স্মরণ করছে? এ ক্ষেত্রে মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। তিনি বাংলাদেশে গণমুখী ও প্রগতিশীল ব্যাংকিং এর প্রবক্তা লুৎফর রহমান সরকার এর নামে তারই অগ্রণী ব্যাংকের পঞ্চম তলায় প্রতিষ্ঠা করলেন "এল আর সরকার এক্সিকিউটিভ ফ্লোর"। এই লিজেন্ড ব্যাংকার একজন জন্মজাত হাবিবীয়ান ও অগ্রজাত অগ্রণীয়ান, তিনি ছিলেন একাধারে দেশের একজন বরেণ্য রম্য লেখক, ছড়াকার, প্রাবন্ধিক, উদ্ভাবনী ব্যাংকিংয়ের চিন্তক, গণমুখী ব্যাংকিংয়ের প্রবক্তা, ব্যাংকিং পরিভাষাকার, বাঙালী কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক, সমাজসেবক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খন্ডকালীন অধ্যাপক এবং তিনি ছিলেন অগ্রণী ব্যাংকের দ্বিতীয় এমডি। তার নাম অগ্রণী ব্যাংকের অনার বোর্ড ছাড়া আর কোথাও ছিল না। অথচ তার নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে "এল আর সরকার চেয়ার" প্রফেসর পদ সৃষ্টি করা হয়েছে, বাংলাদেশ ব্যাংকে রয়েছে "এল আর সরকার লাউঞ্জ"। এই মহান ব্যাংকারকে শ্রদ্ধা জানিয়ে মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম দেশের সকল ব্যাংকারকেই সম্মানিত করেছেন, তার অগ্রণী ব্যাংককেও এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছেন।

এল আর সরকার এক্সিকিউটিভ ফ্লোরের ভিতরের দৃশ্য

অগ্রণী আরকাইভস থেকে
স্মৃতিময় আলোকরশ্মির বিকিরণী

ছবিটি অগ্রণী দর্পণ জুলাই ১৯৮২ সংখ্যা থেকে আহরিত

সূত্র: অগ্রণী দর্পণ জুলাই ১৯৮৩ সংখ্যা

ছবিটি অগ্রণী দর্পণ জুলাই ১৯৮৩ সংখ্যা থেকে সংগৃহীত

ছবিটি অগ্রণী দর্পণ জুলাই ১৯৮২ সংখ্যা থেকে পুনঃমুদ্রিত

অগ্রণী পরিক্রমা

অগ্রণী'র সংক্ষিপ্ত সংবাদ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অগ্রণী ব্যাংকের অনুদান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব ড. আহমেদ কায়কাউস এর কাছে অগ্রণীর অনুদানের চেক প্রদান করছেন পর্ষদ চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অবলোকন করছেন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের সহযোগিতার জন্য অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর নির্বাহী, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের বেতনের একটি অংশ থেকে ১ কোটি ২৫ লাখ টাকা ও ৫ হাজার পিস পিপিই ব্যাংকের চেয়ারম্যান ডক্টর জায়েদ বখ্‌ত এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ডক্টর আহমেদ কায়কাউস এর নিকট হস্তান্তর করেন। অনুদানের চেক ও পিপিই হস্তান্তরের সময় ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তা অবলোকন করেন। তিনি এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং সরকারের করোনা সংকট মোকাবিলার জন্য ঘোষিত আপদকালীন প্রণোদনার সফল বাস্তবায়নে অগ্রণী ব্যাংককে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য আহ্বান জানান।

অগ্রণী ব্যাংক এবং বিকাশ এর মাধ্যমে সরকারের শিক্ষা উপবৃত্তি বিতরণে চুক্তি স্বাক্ষর

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় মাননীয় শিক্ষা সচিব, অগ্রণীর এমডি এবং সিইও সহ অন্যান্যরা

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির আওতায় অগ্রণী ব্যাংক এবং বিকাশ লিমিটেড এর সহায়তায় ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে প্রায় ১০ লক্ষ শিক্ষার্থীদের মাঝে ২৯২ কোটি টাকার উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এমপি, বিশেষ অতিথি ছিলেন মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, এমপি এবং মো. মাহবুব হোসেন, সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক, মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর। আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন মু. ফজলুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব ও প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর, এসইডিপি, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম, বিকাশ লিমিটেড এর সিইও কামাল কাদির। বরিশালের বাবুগঞ্জ পাইলট হাই স্কুল এবং চাঁদপুরের হাইমচর গভমেন্ট গার্লস হাই স্কুলের শিক্ষার্থীদের মাঝে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শিক্ষামন্ত্রী কর্তৃক উপবৃত্তির অর্থ মোবাইলের মাধ্যমে বিতরণ কার্যক্রম শুরু করা হয়। শিক্ষামন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সাথে সরাসরি কথা বলেন। মোবাইল সার্ভিসের মাধ্যমে সরাসরি বৃত্তির টাকা হাতে পেয়ে শিক্ষার্থীরা আনন্দিত ও উজ্জীবিত হয়।

ই -অগ্রণী দর্পণ -এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত

মাউস ক্লিক করে ই-অগ্রণী দর্পণ উদ্বোধন করছেন চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত, পাশে পরিচালক কেএমএন মঞ্জুরুল হক লাবলু, পরিচালক আব্দুল মান্নান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম এবং উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ।মঞ্চে আরও উপস্থিত ছিলেন মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ, অফিসার সমিতি ও সিবিএ -এর নেতৃবৃন্দসহ ই-অগ্রণী দর্পণের প্রধান সম্পাদক ও সম্পাদক।

গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২০ রাতে প্রধান শাখার কম্পাউন্ডে ভাষা শহীদ স্মরণে আয়োজিত সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে শুভ সূচনা হয়ে গেল ই-অগ্রণী দর্পণের। ল্যাপটপের বোতাম টিপে ই- অগ্রণী দপর্ণ এর অনলাইন ভার্সনটি পাঠকদের জন্য উন্মুক্ত করেন পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পর্ষদের দু'জন পরিচালক কেএমএন মঞ্জুরুল হক লাবলু এবং আব্দুল মান্নান। সভাপতিত্ব করেন এমডি এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। উপস্থিত ছিলেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ, মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ, সকল স্তরের নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। ই-অগ্রণী দর্পণের প্রধান সম্পাদক মহাব্যবস্থাপক সুকান্তি বিকাশ

সান্যাল, সম্পাদক আল আমিন বিন হাসিম এবং ই-অগ্রণী দর্পণ সম্পাদনা টিমের কর্মকর্তাগণকে এই সাফল্যজনক কাজের জন্য মাননীয় প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথিবৃন্দ তাদের বক্তব্যে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, হাবিব ব্যাংকের WE পত্রিকার বিষয়বস্তুকে ধারণ করে অগ্রণী ব্যাংকে ১৯৭৯ সালে অগ্রণী দর্পণ এবং এবং ১৯৮০ সালে Economic Newsletter নামক দুটি ঘরোয়া ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। অগ্রণী দর্পণ ১৯৯৪ সালে বন্ধ হয়ে ২০১৬ সালে আবার একটিমাত্র সংখ্যা বের হয়ে পুনরায় এর মুদ্রণ বন্ধ হয়ে যায়। Economic Newsletter এর হার্ডকপিও পরে মুদ্রণ বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে সফটকপি আকারে Website -এ প্রকাশিত হয়ে এটিও বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলামের নির্দেশনায় অগ্রণী দর্পণ এবং Economic Newsletter পত্রিকা দুটির বিষয়বস্তুকে একত্রে ধারণ করে ই-বুক আকারে ই-অগ্রণী দর্পণ নামে প্রকাশিত হয়ে আবার আলোর মুখ দেখলো। www.eagranidarpon.org- এই ওয়েব পেইজে ই-অগ্রণী দর্পনের একটি ডেইলি আপলোড এবং একটি ত্রৈমাসিক ই-বুক প্রকাশ পাচ্ছে।

অগ্রণীর ১৯ লেখকের ২৪ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

চেয়ারম্যান, পরিচালকদ্বয়, এমডি এবং সিইও, ডিএমডিবৃন্দের সংগে ব্যাংকের লেখকবৃন্দ

অমর একুশে গ্রন্থমেলা উপলক্ষে অগ্রণী ব্যাংকে কর্মরত লেখকদের প্রকাশিত ২৪ টি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন হল ২০ ফেব্রুয়ারি তারিখে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্ত। বিশেষ অতিথি ছিলেন পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক কে এম এন মঞ্জুরুল হক লাবলু, পরিচালক আব্দুল মান্নান, এমডি এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় ড. জায়েদ বখ্ত বলেন, অগ্রণী সব দিক থেকে এগিয়ে থাকতে চায়। যেমন ব্যাংকিংয়ে, সেবায়, মুনাফায় তেমনি সৃজনশীল কর্মকান্ডে। ভাবতে ভাল লাগে আমি সেই ব্যাংকের চেয়ারম্যান।' এমডি এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম বলেন, আপনারা সৃজনশীল লেখালেখির পাশাপাশি ব্যাংকের কাজকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিবেন এবং প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিতে যার যার জায়গা থেকে নিজ নেটওয়ার্ককে ব্যাংকের কাজে লাগাবেন।

মৌলভীবাজার কর্পোরেট শাখার ৭২ বছর (৬ যুগ) পূর্তি উদ্‌যাপন

মৌলভীবাজার শাখার ৭২ বছর পূর্তি উদ্‌যাপনে কেক কাটছেন এমডি এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম

গত ৭ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে মৌলভীবাজার কর্পোরেট শাখা, ঢাকা -এর ৭২ বছর (৬ যুগ) পূর্তি অনুষ্ঠান ও গ্রাহক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালের ২৭ আগস্ট ঢাকার মৌলভীবাজারের বাণিজ্য কেন্দে এজেন্ট বা শাখা খুলে হাবিব ব্যাংক লিমিটেড পূর্ব পাকিস্তানে তার যাত্রা শুরু করে। এই অর্থে মৌলভীবাজার শাখাটি শুধু হাবিবেরই সর্বপ্রথম শাখা নয়, অগ্রণী ব্যাংকেরও আদি শাখা। নাচ ও গানের মধ্য দিয়ে এই শাখার ৬ যুগ পূর্তি সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি এমডি এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম উৎসবমুখর পরিবেশে কেক কেটে ৭২ বছর পূর্তি উদ্‌যাপনের সূচনা করেন। তিনি শাখার গ্রাহকদের সাথে ঋণ সুবিধা নিয়ে খোলামেলা পরিবেশে মতবিনিময় করেন।

ভাষণরত মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম

মৌলভীবাজার শাখার সম্মানিত গ্রাহকদের একাংশ

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনিসুর রহমান এবং মহাব্যবস্থাপকবৃন্দের মধ্যে ছিলেন মো. মনোয়ার হোসেন, মো. আব্দুস সালাম মোল্যা, মাহমুদুল আমীন মাসুদ, মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন। সভাপতিত্ব করেন মহাব্যবস্থাপক শেখর চন্দ্র বিশ্বাস। শুরুতে স্বাগত বক্তব্যে সকলকে অভিবাদন জানান

শাখা প্রধান ও সহকারী মহাব্যস্থাপক বৈষ্ণব চন্দ্র দাস। এই অনুষ্ঠানে মৌলভীবাজার শাখার ৭২ বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য তুলে ধরেন অগ্রণী ব্যাংকের ইতিহাস প্রণয়ন ও আরকাইভস গঠন টিমের সদস্য সচিব লেখক ও গবেষক আল আমিন বিন হাসিম। শাখা প্রধান এবং তার স্টাফদের সহযোগী মনোভাব ও শাখার সামগ্রিক সার্ভিস নিয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন উপস্থিত শাখার সম্মানিত গ্রাহকগণ। সবশেষে শাখার পক্ষ হতে সকল অতিথির জন্য প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়।

অগ্রণী ব্যাংক বঙ্গবন্ধু কর্নারে ব্যাংক নামকরণের ডকুমেন্ট সংগ্রহ

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত সুদৃশ্য বঙ্গবন্ধু কর্নারে সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের জন্য ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত ৪টি ব্যাংকের (সোনালী, অগ্রণী, জনতা ও রূপালী) বাংলায় নামকরণ সংক্রান্ত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দুর্লভ প্রামাণ্য দলিলের কপি ১৫ মার্চ ২০২০ বঙ্গবন্ধু কর্নারের উদ্ভাবক, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের এমডি এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলামের হাতে হস্তান্তর করেন সাংবাদিক ও গবেষক নজরুল ইসলাম বশির।

খেটে খাওয়া মানুষকে অগ্রণী ব্যাংকের ত্রাণ সহায়তা

অগ্রণী ব্যাংক এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম কর্তৃক গত ১ এপ্রিল ২০২০ তারিখ সকাল ১১ টায় উত্তরায় ১ নং সেক্টরে জসিম উদ্দিন রোডের বাটা মোড়ে করোনার প্রাদুর্ভাবে কর্মহীন খেটে খাওয়া মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়। এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক শেখর চন্দ্র বিশ্বাস, মৌলভীবাজার কর্পোরেট শাখার প্রধান বৈষ্ণব দাস মন্ডল এবং সমাজ সেবক মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম।

অগ্রণী ব্যাংকে বিশ্ব নারী দিবস পালন

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে নারী সহকর্মীদের নিয়ে কেক কাটছেন এমডি এবং সিইও

জাতিসংঘ ঘোষিত ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের কর্মসূচির সাথে সঙ্গতি রেখে অগ্রণী ব্যাংকেও প্রধান কার্যালয়ের ৫ম তলায় জাঁকজমকপূর্ণভাবে দিবসটি উদ্‌যাপিত হয়। কেক কেটে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন প্রধান অতিথি, এমডি এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ মো. আনিসুর রহমান, মো. রফিকুল ইসলাম এবং নিজাম উদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন মহাব্যবস্থাপক জাকিয়া বেগম। সভায় উপস্থিত ছিলেন মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ, ব্যাংকের নারী নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। এ বছর আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্য 'প্রজন্ম হোক সমতার, সব নারীর অধিকার' বিষয়ে বক্তারা আলোচনা করেন। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে নারীর ক্ষমতায়ন এবং সমতার দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে সুন্দর কর্মপরিবেশ নিয়ে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে ব্যাংকের গ্রাহক ও সফল নারী উদ্যোক্তা মোছাম্মৎ নূরুন্নাহার বেগমকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। পরে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

নারী দিবস পালনের লক্ষ্যে এমডি এবং সিইও এর সভাপতিত্বে বোর্ড রুমে প্রস্তুতি সভা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে অগ্রণী ব্যাংকের আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

আলোচনা করছেন চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত পাশে পরিচালকদ্বয়, এমডি এবং সিইও সহ ডিএমডিবৃন্দ।

মহান ভাষা শহীদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২০ প্রধান শাখায় আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত। বিশেষ অতিথি ছিলেন পরিচালক কেএমএন মঞ্জুরুল হক লাবলু এবং পরিচালক আব্দুল মান্নান। সভাপতিত্ব করেন এমডি এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি তার বক্তৃতায় ভাষা শহীদদের স্মরণ করেন এবং অগ্রণী ব্যাংকের এ ধরনের আয়োজনকে সাধুবাদ জানান। সভাপতি এমডি এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম ভাষার জন্য যারা জীবন দিয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং তিনি চেয়ারম্যান, পরিচালকবৃন্দ, উর্দ্ধতন নির্বাহীসহ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পরে ব্যাংকে কর্মরত শিল্পীদের পরিবেশনায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অগ্রণী ব্যাংকের ভার্চুয়াল বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত

ভার্চুয়াল বোর্ড সভায় ব্যাংকের চেয়ারম্যান, পরিচালকবৃন্দ এবং এমডি ও সিইও

গত ৩ মে ২০২০ থেকে পর্ষদের অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর পরিচালনা পর্ষদের ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গোটা বিশ্বের সাথে বাংলাদেশও যখন করোনা মহামারীতে বিপর্যস্ত তখন দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশিত স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে অন্যান্য সেক্টরের ন্যায় অগ্রণী ব্যাংকেও ভার্চুয়াল অফিস ব্যবস্থাপনা চালু হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ব্যাংকের কার্যক্রম সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য পর্ষদের সভা ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়। সভাগুলোতে পর্ষদ চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত সভাপতিত্ব করেন। অনলাইন ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে গত ০৩/০৫/২০, ১৮/০৫/২০, ২০/০৫/২০, ০৮/০৬/২০, ১৫/০৬/২০, ১৬/০৬/২০, ৩০/০৬/২০ তারিখ সমূহে যথাক্রমে ৬৫৯তম, ৬৬৩তম, ৬৬৪তম, ৬৬৫তম, ৬৬৬তম, ৬৬৭তম, ৬৬৮তম বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল সভায় পরিচালক মাহমুদা বেগম, কাশেম হুমায়ূন, ড. মো. ফরজ আলী, কেএমএন মঞ্জুরুল হক লাবলু, খোন্দকার ফজলে রশিদ, আব্দুল মান্নান, বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও পর্যবেক্ষক কাজী ছাইদুর রহমান নিজ নিজ বাসভবন থেকে এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম সহ উপব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ – মো. আনিসুর রহমান, মো. রফিকুল ইসলাম, নিজাম উদ্দীন আহাম্মদ চৌধুরী অফিস থেকে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সভা সমূহে বাংলাদেশ সরকারের চলমান আর্থিক প্রণোদনা সহ ব্যাংকের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

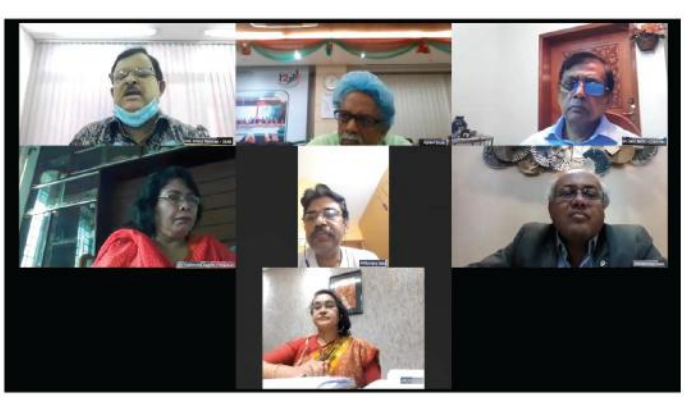

অগ্রণী ইক্যুইটি এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড এর ভার্চুয়াল বোর্ড সভা

এছাড়াও, অগ্রণী ব্যাংকের মালিকানাধীন সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান অগ্রণী ইক্যুইটি এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড এর পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত এর সভাপতিত্বে গত ২০/০৫/২০ তারিখে অনলাইন ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের ৬৯তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পর্ষদের পরিচালক মাহমুদা বেগম, অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনিসুর রহমান, পরিচালক মৃত্যুঞ্জয় সাহা, কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও আহমদ ইয়ূসুফ আব্বাস এবং কোম্পানি সচিব অরুন্ধতী মন্ডল অংশগ্রহণ করেন।

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ সিঙ্গাপুর কর্তৃক প্রবাসীদেরকে মাস্ক বিতরণ

মাস্ক বিতরণে উপস্থিত প্রবাসী বাঙালি এবং অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ প্রাইভেট লিমিটেড, সিঙ্গাপুর এর প্রধান নির্বাহী এবং কর্মকর্তাবৃন্দ

বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া মহামারী করোনার বিস্তার রোধে অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ প্রাইভেট লিমিটেড, সিঙ্গাপুর কর্তৃক প্রবাসী বাংলাদেশিদের মাঝে বিনামূল্যে মাস্ক বিতরণ করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ প্রাইভেট লিমিটেড, সিঙ্গাপুরের সিইও সহ কয়েকজন প্রবাসী এবং এক্সচেঞ্জ হাউজের কর্মকর্তাগণ।

পরমাণু বিজ্ঞানী ড. এমএ ওয়াজেদ মিয়ার ৭৮তম জন্মদিনে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল

বাংলাদেশের খ্যাতনামা পরমাণু বিজ্ঞানী ও বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়ার ৭৮তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে প্রধান কার্যালয়ে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। উপস্থিত ছিলেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ, নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

অগ্রণী ব্যাংকের প্রশিক্ষণ কর্মশালা

চট্টগ্রাম সার্কেল সচিবালয়স্থ আউটরিচ ট্রেনিং ইন্সটিটিউটে ঢাকা'র মূল কেন্দ্রের পরিচালনায় 'Handling Procedures of Documentary Credit, Outreach : Chattogram' শীর্ষক ২ দিনব্যাপী এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। গত ২ ফেব্রুয়ারি কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন সার্কেল সচিবালয়ের উপ-মহাব্যবস্থাপক মো. নূরুল আমিন।

প্রধান অতিথি ব্যাংকের বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশেষ করে ব্যাংকের বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণে এ ধরণের প্রশিক্ষণ কোর্সের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি নতুন জ্ঞান, ব্যাংকিং আইন, প্রযুক্তি আহরণ, দক্ষতা বৃদ্ধি ও সচেতন দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে ব্যাংকিং কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য এবং দেশের মানুষের সেবায় নিবেদিত হয়ে কাজ করার জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি প্রতিযোগিতামূলক ব্যাংকিং অঙ্গণে নিজেদেরকে উপযোগী করে গড়ে তুলতে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগাতে পরামর্শ দেন। সভাপতি তার বক্তব্যে ব্যাংকের সার্বিক অবস্থা উন্নীতকরণের লক্ষ্যে আন্তরিকতার সাথে কাজ করার এবং অর্জিত জ্ঞান কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য সবাইকে অনুরোধ করেন। কোর্সের রিসোর্স পারসন ছিলেন ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, ঢাকার সহকারী মহাব্যবস্থাপক ও অনুষদ সদস্য তাসলিমা আক্তার। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সার্কেল সচিবালয়ের এসপিও এবং কর্মশালার কো-অর্ডিনেটর মুহাম্মদ আলী মিঞা।

ঢাকা উত্তর অঞ্চলের টাউন হল মিটিং এবং মিট দ্য বরোয়ার

ঢাকা উত্তর অঞ্চলের সকল শাখার নির্বাহী, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সম্মানিত গ্রাহকদের সাথে এক টাউন হল মিটিং ও মিট দ্য বরোয়ার অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন মো. আব্দুস সালাম মোল্যা, মহাব্যবস্থাপক, ঢাকা সার্কেল ১। সভাপতিত্ব করেন মো. ফজলে খোদা, উপ-মহাব্যবস্থাপক ও অঞ্চল প্রধান, ঢাকা উত্তর অঞ্চল। সভায় বিএএফ শাখার উপ-মহাব্যবস্থাপক শিরীন আক্তার সহ সংশ্লিষ্ট শাখা সমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এবং সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা দক্ষিণ অঞ্চলের গ্রাহক সমাবেশ ও টাউন হল মিটিং

ঢাকা দক্ষিণ অঞ্চলের গ্রাহক সমাবেশ ও টাউন হল মিটিং আজিমপুর এস্টেট জনকল্যাণ সমিতি মিলনায়নে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ইউসুফ আলী ও মো. রফিকুল ইসলাম এবং মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ। আঞ্চলিক কার্যালয় ও অঞ্চলাধীন শাখা সমূহের কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ ও সম্মানিত গ্রাহকগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি মনোযোগ সহকারে গ্রাহকদের বক্তব্য শুনেন এবং তাদেরকে কীভাবে ব্যাংকের সেবার সাথে আরও সম্পৃক্ত করা যায় সে ব্যাপারে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। গ্রাহকদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ এর অধ্যক্ষ উত্তম কুমার পাল, মৌলভীবাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি হাজী দ্বীন মোহাম্মদ, ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক হাজী জাবেদ ইকবাল প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন উপ-মহাব্যবস্থাপক ও অঞ্চল প্রধান শেখ ফরিদ আহমেদ।

চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক

অগ্রণী ব্যাংক এবং বিকাশ এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

গত ২২ জুলাই ২০২০ তারিখে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এবং বিকাশ এর উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে উপস্থিত ছিলেন অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ মো. আনিসুর রহমান, মো. রফিকুল ইসলাম, নিজামউদ্দীন আহাম্মদ চৌধূরী, সিএফও মো. মনোয়ার হোসেন এফসিএ, সিআইটিও মুহাম্মদ মাহমুদ হাসান এবং বিকাশের পক্ষ হতে সিইও কামাল কাদির, সিও

মিজানুর রশিদ সহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ। উক্ত বৈঠকে সম্প্রতি চালু হওয়া বিকাশ ও অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর ব্যাংক হিসাবের মধ্যে পারস্পরিক লেনদেনের সুবিধা সম্পর্কে ফলপ্রসূ আলোচনা করা হয়। বর্ণিত সেবার মাধ্যমে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এবং বিকাশের গ্রাহকগণ উপকৃত হবেন বলে বৈঠকে উপস্থিত সকলে একমত পোষণ করেন। এছাড়াও চালুকৃত এই সেবার ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা নিয়েও বৈঠকে আলোচনা করা হয়।

পেট্রোবাংলা ও অগ্রণীর এমওইউ স্বাক্ষর

পেট্রোবাংলা ও অগ্রণীর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র হস্তান্তর হচ্ছে

বাংলাদেশ তেল, গ্যাস এবং খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) এবং অগ্রণী ব্যাংকের মধ্যে দু'টি পৃথক সমঝোতা চুক্তি ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে পেট্রোবাংলার বোর্ড রুমে স্বাক্ষরিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান এবিএম আবদুল ফাত্তাহ্ এবং সম্মানিত অতিথি ছিলেন অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্- উল ইসলাম। পেট্রোবাংলার পরিচালক (অর্থ) মো. হারুন-অর-রশিদের সঞ্চালনায় দুটি পৃথক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন পেট্রোবাংলার সচিব সৈয়দ আশফাকুজ্জামান ও অগ্রণী ব্যাংকের প্রধান শাখার মহাব্যবস্থাপক মো. মোজাম্মেল হোসেন এবং বঙ্গবন্ধু এভিনিউ শাখার উপ-মহাব্যবস্থাপক মো. সরফুল আলম। এসময়ে পেট্রোবাংলার পরিচালক (প্রশাসন) মো. মোস্তফা কামাল, পরিচালক (অপারেশন এন্ড মাইন্স) প্রকৌশলী মো. কামরুজ্জামান, ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপকদ্বয় মাহমুদুল আমিন মাসুদ, মো. আব্দুস সালাম মোল্যা সহ দুই প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে এবং অগ্রণীর এমডি ও সিইও এর উপস্থিতিতে উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আলোচনা চলছে

অগ্রণী ব্যাংক ও সীমান্ত ব্যাংকের মধ্যে চুক্তি

অগ্রণী ও সীমান্ত ব্যাংকের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি হস্তান্তর

সীমান্ত ব্যাংক ও অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের মধ্যে বৃহস্পতিবার সীমান্ত ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সীমান্ত ব্যাংকের এমডি এবং সিইও মুখলেসুর রহমানের উপস্থিতিতে ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক রফিকুল ইসলাম ও অগ্রণী ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক নিজাম উদ্দীন আহাম্মদ চৌধুরী চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

অগ্রণী এবং ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে Customized Software চুক্তি স্বাক্ষর

দেশব্যাপী ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সকল মাদরাসার ফি সমূহ গ্রহণ ও প্রদানের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে ৪ মার্চ ২০২০ তারিখে অগ্রণী ব্যাংক এবং ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে Customized Software চালুকরণের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অগ্রণী ব্যাংকের সাতমসজিদ রোড শাখার পক্ষে মহাব্যবস্থাপক (সিআইটিও) মুহাম্মদ মাহমুদ হাসান এবং ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার এস এম এহসান কবিরের নেতৃত্বে এ চুক্তি স্বাক্ষর হয়। অনুষ্ঠানে ব্যাংকের উপ-মহাব্যবস্থাপকদ্বয় এনামুল মাওলা এবং দেওয়ান মোহাম্মদ সাদেক, সহকারী মহাব্যবস্থাপক মো. নাছির উদ্দিন, সাতমসজিদ রোড শাখা প্রধান (এজিএম) শাহ মোহাম্মদ বিল্লাল, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. মুহম্মদ আহসান উল্লাহ, ট্রেজারার এএস মাহমুদ সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অগ্রণী এবং টিভিএস অটো এর মধ্যে ঋণদানে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

টিভিএস অটো এবং অগ্রণীর স্বাক্ষরিত এমওইউ হস্তান্তর

গত ২৩ জানুয়ারি ২০২০, ব্যাংকের বোর্ড রুমে অগ্রণী ব্যাংক এবং টিভিএস অটো বাংলাদেশ লিমিটেড এর মধ্যে টিভিএস অটো কর্তৃক নিযুক্ত ডিলারদের ঋণদান বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। টিভিএস এর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে তাদের নিযুক্ত ডিলারদেরকে ঋণ সহায়তা প্রদানের বিষয়ে অগ্রণী ব্যাংক সম্মতি প্রকাশ করে। অগ্রণী ব্যাংকের পক্ষে মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম এবং টিভিএস এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জে. একরাম হোসাইন সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। অনুষ্ঠানে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণ, মহাব্যবস্থাপকগণ এবং টিভিএস এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

অগ্রণী ব্যাংকের লিড অ্যারেঞ্জমেন্টে ডাচ্-বাংলা পাওয়ার অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস এবং ওরিয়ন পাওয়ারের সাথে চুক্তি

স্বাক্ষরের পর চুক্তিপত্র হস্তান্তর হচ্ছে

অগ্রণী ব্যাংকের লিড অ্যারেঞ্জমেন্টে ডাচ্-বাংলা পাওয়ার অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস এবং ওরিয়ন পাওয়ার মেঘনাঘাট- কে এসবিএলসি ফ্যাসিলিটি প্রদানে অগ্রণী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, মাসরেক ব্যাংক পিএসসি দুবাই, ইউএসই এবং ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। অগ্রণী ব্যাংকের এমডি এবং সিইও, ডাচ্-বাংলা পাওয়ার অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস এবং ওরিয়ন পাওয়ার মেঘনাঘাট এর চেয়ারম্যান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সাফল্য সংবাদ

অগ্রণী ব্যাংকের রেমিট্যান্স এ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তি

ড. মসিউর রহমানের হাত থেকে এ্যাওয়ার্ড নিচ্ছেন অগ্রণীর এমডি এবং সিইও

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডকে ২০১৯ সালে অসামান্য রেমিট্যান্স সেবা প্রদানের জন্য সেন্টার ফর নন-রেসিডেন্ট বাংলাদেশী কর্তৃক রেমিট্যান্স এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম রেমিট্যান্স এ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেন। ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে অনুষ্ঠিত 'সীমানা ছাড়িয়ে বাংলাদেশের ব্র্যান্ডিং' শিরোনামে ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স সিরিজ ২০২০ (WCS ২০২০) এর বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এমপি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান এবং প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. সেলিম রেজা প্রমুখ এর উপস্থিতিতে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডকে ব্রোঞ্জ এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

সিলেট গৌরব সম্মাননা ২০২০ পেলেন মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম

মোহম্মদ শামস্-উল ইসলামের হাতে সম্মাননা তুলে দিচ্ছেন আবুল মাল আব্দুল মুহিত

গত ৪ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে প্রতিভা বিকাশ বাংলাদেশ এর উদ্যোগে রাজধানীর শিশু একাডেমি মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে মোহম্মদ শামস্-উল ইসলামকে সিলেট গৌরব সম্মাননা ২০২০ প্রদান করা হয়েছে। সিলেটের বিশিষ্ট ব্যক্তি যারা নিজগুণে সরকারের বিভিন্ন উচ্চ পদে আসীন রয়েছেন, এমন ১৩ জন বিশেষ ব্যক্তি এ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। সম্মাননা পাওয়া অন্য ব্যক্তিরা হলেন সমাজকল্যাণ সচিব মোহাম্মদ জয়নুল বারী, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আরিফুর রহমান, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মহিবুর রহমান, বিআরটিসি এর চেয়ারম্যান এহছানে এলাহী, সড়ক, পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব হাবিবুর রহমান, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কবিরুল ইজদানি খান, অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মিজানুল হক চৌধুরী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জহুরুল ইসলাম, রাজউকের সদস্য শফিউল হক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব খায়রুল আমীন এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. ফারুকুজ্জামান। প্রতিভা বিকাশ বাংলাদেশের সভাপতি এএসএ মুইজ সুজনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। বিশেষ অতিথি ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেন, জাতীয় অধ্যাপক ডা. শাহলা খাতুন, আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্য ইনাম আহমেদ চৌধুরী প্রমুখ।

শোক সংবাদ

মোহম্মদ নাসিম

শেখ মো. আবদুল্লাহ

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য, কেন্দ্রীয় ১৪ দলের মুখপাত্র, বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ, সাবেক স্বরাষ্ট্র ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম এবং ধর্ম প্রতিমন্ত্রী আলহাজ্ব এ্যাডভোকেট শেখ মো. আবদুল্লাহ এর মৃত্যুতে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর পরিচালনা পর্ষদ, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং সকল স্তরের নির্বাহী, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের পক্ষ থেকে মরহুমদ্বয়ের বিদেহী আত্মার শান্তি ও মাগফেরাত কামনা করা হয় এবং তাদের শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়। শেখ মো. আবদুল্লাহ অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালক হিসেবে ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত সফলভাবে দায়িত্ব পালন করেন। অদ্য জোহর নামাজের পর অত্র ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের নামাজ ঘরে মরহুমদ্বয়ের আত্মার শান্তি কামনায় এক দোয়া মাহফিল এর আয়োজন করা হয়।

আব্দুল মান্নান

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত পরিচালক, সাবেক জেলা ও দায়রা জজ এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, আব্দুল মান্নান ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২৩ জুন ২০২০ মঙ্গলবার, রাত ১ টায় ইন্তেকাল করেন (ইন্না..... রাজিউন)। মরহুমের জানাজা শেষে তার নিজ গ্রামের বাড়ী মুন্সিগঞ্জ জেলার কামারগাঁও গ্রামে সমাহিত করা হয়। তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র ও ১ কন্যা সহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

তার মৃত্যুতে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদ,ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, সকল স্তরের নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পক্ষ থেকে মরহুমের বিদেহী আত্মার শান্তি ও মাগফেরাত কামনা করে প্রধান কার্যালয়ের নামাজ ঘরে বাদ যোহর দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয় এবং তার শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

জেবুন নেছা খাতুন

সিলেটের স্বনামধন্য চিকিৎসক প্রয়াত ডা. জামশেদ বখ্‌ত এর সহধর্মিনী ও অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত এর মাতা জেবুন নেছা খাতুন ২৯ মে ২০২০ তারিখে ঢাকার একটি হাসপাতালে বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ইন্তেকাল করেন (ইন্না..... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলো ৯০ বৎসর।

তিনি তার তিন পুত্র ড. শামসির বখ্‌ত, ড. জায়েদ বখ্‌ত, ড. শোয়াইব বখ্‌ত, কন্যা রোকেয়া ইসলাম, নাতি-নাতনী, আত্মীয়স্বজন সহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মরহুমার জানাজা শেষে বনানী কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

হুমায়ূন হামিদ

অগ্রণী ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক হুমায়ূন হামিদ ১২ মার্চ ২০২০, পরলোকগমন করেন (ইন্না..... রাজিউন)। মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনায় প্রধান কার্যালয়ের নামাজ ঘরে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনি ১৯৫৯ সালে তৎকালীন হাবিব ব্যাংকে প্রবেশনারি অফিসার হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ১১-৪-১৯৮৭ থেকে ৪-৩-১৯৯১ পর্যন্ত অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন। দোয়া অনুষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম সহ ব্যাংকের উর্দ্ধতন নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর সম্মানিত পরিচালক খোন্দকার ফজলে রশিদের বড় ভাই খোন্দকার ফজলে হায়দার ২১ জুন ২০২০ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না..... রাজিউন)। তাঁকে ঢাকাস্থ শহীদ বুদ্ধিজীবি কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

মো. ইনজাহের মোল্যা

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর মহাব্যবস্থাপক মো. আব্দুস সালাম মোল্যা-র পিতা. মো. ইনজাহের মোল্যা ১৮ জুন ২০২০ রোজ বৃহস্পতিবার সন্ধা ৭ টায় বার্ধক্যজনিত কারণে নিজ গ্রামের বাড়ী মহেশপুর, কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না..... রাজিউন)। তার মৃত্যুতে অগ্রণী ব্যাংক এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, সকল স্তরের নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পক্ষ থেকে মরহুমের বিদেহী আত্মার শান্তি ও মাগফেরাত কামনা করা হয় এবং তার শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন পুত্র ও এক কন্যা সহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

করোনায় অগ্রণী'র উৎসর্গীকৃত যোদ্ধা
আমরা তোমাদের ভুলবো না

আব্দুল মালেক, অফিসার
তেজগাঁও শিল্প এলাকা কর্পোরেট শাখা

মো. আব্দুর রহমান, অফিসার
প্রধান শাখা

করোনার মত বৈশ্বিক মহামারি মোকাবেলায় যারা সম্মুখ সারিতে থেকে নির্ভীক সেনানীর মতো লড়াই করে গেছেন, ব্যাংকারগণ তাদের মধ্যে অন্যতম। দেশ ও জাতির দুঃসময়ে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে ব্যাংকারবৃন্দ নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। এই দায়িত্ব পালনে পিছপা হননি অগ্রণী ব্যাংকের নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। মার্চ মাসে বাংলাদেশে করোনার প্রকোপ শুরু হবার পরে জুন মাস পর্যন্ত ১৯২ জন্য অগ্রণীয়ান করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে তেজগাঁও শিল্প এলাকা কর্পোরেট শাখায় কর্মরত অফিসার আব্দুল মালেক গত ৩১/০৫/২০২০ তারিখে ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে এবং প্রধান শাখায় কর্মরত অফিসার মো. আব্দুর রহমান সাভারের এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল গত ২৬/০৬/২০২০ তারিখে করোনা আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্ব পযন্ত এই নির্ভীক কর্মকর্তাদ্বয় করোনাকে উপেক্ষা করে নিজ দায়িত্বের প্রতি অবিচল থেকে ব্যাংকিং সেবা দিয়ে গেছেন। সকল অগ্রণীয়ান তাঁদের মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত এবং এই শোককে শক্তিতে রূপান্তরের মাধ্যমে দেশ ও জাতির সেবায় অঙ্গীকারবদ্ধ।

২০২০ সালের প্রথমার্ধে আমরা যাদের হারিয়েছি

নাম	প্রয়াণের তারিখ
মো. ম্রাসাথোয়াই মারমা, অফিসার খাগড়াছড়ি শাখা	০৬.০১.২০২০
মো. জয়নাল আবেদীন, সিনিয়র অফিসার পরশুরাম শাখা, ফেনী	১৬.০১.২০২০
মো. মোশাররফ হোসেন, কেয়ারটেকার-১ বড়ালব্রীজ শাখা, পাবনা	২৩.০২.২০২০
মো. আব্দুল মান্নান মিয়া, অফিসার এসএমই ক্রেডিট ডিভিশন	০১.০৩.২০২০
জুরান আলী, এসপিও আঞ্চলিক কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ	০২.০৩.২০২০

নাম	প্রয়াণের তারিখ
মো. মফিজুল ইসলাম, অফিসার নিমসার শাখা, কুমিল্লা	০৩.০৩.২০২০
মো. আমির হোসেন, কেয়ারটেকার-১ চাটখিল শাখা, নোয়াখালী	০৩.০৩.২০২০
মো. মশিয়ার রহমান, এসপিও ইসলামপুর শাখা, ঢাকা	১৩.০৩.২০২০
মো. তাজুল ইসলাম, এসপিও আঞ্চলিক কার্যালয়, ফেনী	১৮.০৩.২০২০
জ্ঞান চাকমা, এ/এ আমিরাবাদ শাখা, চট্টগ্রাম	০১.০৪.২০২০
শান্তিময় তনচংগা, অফিসার চন্দ্রোঘোনা শাখা, রাঙ্গামাটি	১১.০৪.২০২০
মো. বদরুল আলম, এসপিও আঞ্চলিক কার্যালয়, চুয়াডাঙ্গা	১৫.০৪.২০২০
মোজাম্মেল হক, কেয়ারটেকার-১ সরিষাবাড়ী শাখা,জামালপুর	২৩.০৪.২০২০
মো. মোশাররফ হোসেন, কেয়ারটেকার-১ রেলবাজার শাখা, যশোর	২৪.০৪.২০২০
মো. ইব্রাহীম, অফিসার চাকতাই শাখা, চট্টগ্রাম	১৪.০৫.২০২০
মাহিনুর আক্তার, প্রিন্সিপাল অফিসার ভিজিলেন্স ডিভিশন	২১.০৫.২০২০
আব্দুল মালেক, অফিসার তেজগাও কর্পোরেট শাখা	৩১.০৫.২০২০
মো. কাওছার আলম, অফিসার ব্যাংক টাউন শাখা, ঢাকা	০৭.০৬.২০২০
মো. ছলিমুল্লাহ, কেয়ারটেকার-১ এইচআরপিডিওডি, ঢাকা	০৭.০৬.২০২০
মো. হোসেন আলী, কেয়ারটেকার-১ রিকভারী এন্ড এনপিএ ডিভিশন	১২.০৬.২০২০
মো. রিয়াজুল হক, কেয়ারটেকার-১ ঢাকা শেরাটন হোটেল কর্পো.শাখা	২২.০৬.২০২০
ফরিদ আহমেদ, সিনিয়র অফিসার সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়া স্টেশন শাখা	২৩.০৬.২০২০
মো. মাসুদুর রহমান, অফিসার শান্তিনগর শাখা,ঢাকা	২৪.০৬.২০২০
আবু সৈয়দ, কেয়ারটেকার-১ আঞ্চলিক কার্যালয়, ফেনী	২৪.০৬.২০২০
নুরুল আলম তালুকদার, অফিসার আঞ্চলিক কার্যালয়, ভোলা	২৫.০৬.২০২০
অবিনাশ কুমার রায়, কেয়ারটেকার-১ আইটি এন্ড এমআইএস ডিভিশন	২৫.০৬.২০২০

ক্রীড়া

বিভিন্ন অঞ্চলে অগ্রণী ব্যাংকের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

অগ্রণী ব্যাংকের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বেলুন উড়িয়ে উদ্বোধন করছেন প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, এমপি

গত ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে ঢাকাস্থ মোহাম্মদপুর ফিজিক্যাল কলেজ মাঠে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল অগ্রণী ব্যাংকের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে দৃষ্টিনন্দন মার্চ-পাস্ট উপভোগ করে ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। সমাপনী দিনে অগ্রণী ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পুরস্কার বিতরণ করেন। ব্যাংকের পরিচালক কেএমএন মঞ্জুরুল হক লাবলু এবং পরিচালক মাহমুদা বেগম অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ, মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ, উপ-মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ, সহকারী মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ, অগ্রণী ব্যাংক এক্সিকিউটিভ ফোরামের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, অফিসার সমিতির কেন্দ্রীয় পরিষদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, সিবিএ-র সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সহ সর্বস্তরের নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। দু'দিনের পুরো বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে ব্যাংকের এমডি এবং সিইও মোহম্মদ শামস্ উল-ইসলাম সার্বিক তদারকি করেন।

প্রধান অতিথি ড. হাছান মাহমুদ তার বক্তৃতায় অগ্রণী ব্যাংকের পারফরম্যান্সের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এ ধরণের বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য তিনি ব্যাংকের সকলকে অভিনন্দন জানান। ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান। এমডি এবং সিইও তার বক্তৃতায় বলেন, আমরা পরপর ৮ বছর রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর মধ্যে রেমিট্যান্স এ প্রথম হয়েছি। এনপিএল ২৯% থেকে ১২% এ আনতে সক্ষম হয়েছি। এ ধরণের স্পোর্টস আয়োজনের মাধ্যমে আমরা চাই আমাদের সকল স্তরের নির্বাহী, কর্মকর্তা, কর্মচারী উজ্জীবিত হোক। তিনি দৃষ্টিনন্দনভাবে পুরো মাঠ জুড়ে সাইকেল চালিয়ে তারুণ্যের প্রতীক হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করেন ।

২০১৯ সালে অগ্রণীর দ্রুততম মানব আরিফুল ইসলামের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন প্রধান অতিথি ড. হাছান মাহমুদ

চেয়ারম্যান মহোদয়ের উপস্থিতিতে বিজয়ীর হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন এমডি এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম

বার্ষিক ক্রীড়া ২০১৯ এর চ্যাম্পিয়ন আরিফুল ইসলামের মশাল প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে শুরু হয় মূল প্রতিযোগিতা। ক্রীড়া অনুষ্ঠানে পরিচালনা পর্ষদের ধীরে হাঁটা, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দ্রুত হাঁটা, নির্বাহীদের দৌড়, বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দৌড়, অফিসার সমিতির সভাপতি বনাম সাধারণ সম্পাদক দলের এবং সিবিএ-র সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক দলের রশি টানাটানি, গোলক নিক্ষেপ, বর্শা নিক্ষেপ, চাকতি নিক্ষেপ, সাইকেল রেস, নিজের হাঁড়ি বাঁচাও পরের হাঁড়ি ভাঙ্গো, ঝুড়িতে বল নিক্ষেপ, পিলো পাসিং সহ বিভিন্ন

ইভেন্টে খেলা অনুষ্ঠিত হয়। বার্ষিক ক্রীড়া ২০২০ এ চ্যাম্পিয়ন হন প্রধান কার্যালয়ের আইটি ডিভিশনের সৌরভ কান্তি এবং রানার্স আপ হন রমনা শাখার সিনিয়র অফিসার আরিফুল ইসলাম। নারী বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদ হন শেরাটন কর্পোরেট শাখার অফিসার ফারজানা পরি।

মানিকগঞ্জ অঞ্চলে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

বিজয়ীর হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম

গত ২৯ ফেব্রুয়ারি শিবালয় উপজেলার অক্সিজেন রির্সোট এ মানিকগঞ্জ অঞ্চলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন মনোয়ার হোসেন, মহাব্যবস্থাপক ও হেড অব আইসিসি, শেখর চন্দ্র বিশ্বাস মহাব্যবস্থাপক, ঢাকা সার্কেল-২, মো. আব্দুস সালাম মোল্যা, মহাব্যবস্থাপক, ঢাকা সার্কেল-১ এবং সার্কেলের ডিজিএম সুকুমার দাস। সভাপতিত্ব করেন অঞ্চল প্রধান ও সহকারী মহাব্যবস্থাপক মো. শাহজাহান খান।

গাজীপুর অঞ্চলে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

বেলুন উড়িয়ে গাজীপুর অঞ্চলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করছেন এমডি এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে ডুয়েট মাঠে অগ্রণী ব্যাংক গাজীপুর অঞ্চলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন গাজীপুরের মেয়র এ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর আলম, বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। সম্মানিত অতিথি ছিলেন ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ। সভাপতিত্ব করেন উপ-মহাব্যবস্থাপক ও গাজীপুর অঞ্চল প্রধান শামীম আরা গণি।

কুমিল্লা অঞ্চলের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

৬ মার্চ জিলা স্কুল মাঠে কুমিল্লা অঞ্চলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনিসুর রহমান, মনোয়ার হোসেন, মহাব্যবস্থাপক ও হেড অব আইসিসি, এ এম আবিদ হোসেন, মহাব্যবস্থাপক, এইচআরপিডিওডি। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন মো. আখতারুল আলম, মহাব্যবস্থাপক, কুমিল্লা সার্কেল। সভাপতিত্ব করেন অঞ্চল প্রধান ও উপ-মহাব্যবস্থাপক হুমায়ূন কবির।

নোয়াখালী অঞ্চলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে শহীদ ভুলু স্টেডিয়ামে নোয়াখালী অঞ্চলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ইউসুফ আলী, মহাব্যবস্থাপক ও হেড অব আইসিসি মনোয়ার হোসেন, মহাব্যবস্থাপক ও কুমিল্লা সার্কেল প্রধান আখতারুল আলম। সভাপতিত্ব করেন অঞ্চল প্রধান ও উপমহাব্যবস্থাপক মো. সাইফুল ইসলাম।

চট্টগ্রাম অঞ্চলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

কেক কেটে চট্টগ্রাম অঞ্চলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করছেন এমডি এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম

গত ৬ মার্চ ২০২০ তারিখে চট্টগ্রাম অঞ্চলে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা রেলওয়ের শাহাজাহানপুর মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনিসুর রহমান। পৃষ্ঠপোষকতা করেন চট্টগ্রাম সার্কেল প্রধান ও মহাব্যবস্থাপক জহরলাল রায়।

স্বাস্থ্য

Covid-19 ভাইরাস সম্পর্কে স্বাস্থ্য সচেতনতা

গত ১৬ মার্চ ২০২০ তারিখে কর্পোরেট স্বাস্থ্য সচেতনতা কর্মসূচীর আওতায় অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়ের বোর্ড রুমে এক স্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উল্লেখিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। তিনি অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর চিকিৎসক ডা. ইন্দিরা চৌধুরী, এজিএম এর মাধ্যমে কোভিড-১৯ ভাইরাস সম্পর্কে সম্যক ধারনা প্রদান করেন। এছাড়া সকল নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্বাস্থ্য সচেতনতার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকার পরামর্শ দেন। উক্ত অনুষ্ঠানে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মহাব্যবস্থাপক, উপ-মহাব্যবস্থাপক এবং কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৯ মার্চ ২০২০ তারিখে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম প্রধান কার্যালয়ের সকল বিভাগ এবং অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর সকল শাখার নির্বাহী, কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং গ্রাহকের হ্যান্ড স্যানিটাইজেশন, সাবান, হ্যান্ড গ্লাভস সঠিকভাবে ব্যবহার করছে কিনা তার খোঁজ খবর নেন। এর অংশ হিসেবে তিনি প্রধান শাখা এবং আমিনকোর্ট কর্পোরেট শাখা পরিদর্শন করেন। করোনার মত একটি বৈশ্বিক মহামারী মোকাবেলায় নির্বাহী প্রধানের দূরদর্শী নেতৃত্বে এগিয়ে চলেছে অগ্রণী ব্যাংক। উল্লেখিত অনুষ্ঠানে প্রধান শাখার মহাব্যবস্থাপক মো. মোজাম্মেল হোসাইন এবং আমিনকোর্ট কর্পোরেট শাখার মহাব্যবস্থাপক মো. গোলাম কিবরীয়া সহ কর্মকর্তা এবং কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উড়ে যাবে করোনার কালো মেঘ... *এস এম আল-আমিন*

এখন প্রতিটি দিনের শুরু হয় কোনো না কোনো মৃত্যু সংবাদ শোনার মধ্য দিয়ে। চারদিকে শুধু করোনা ঘটিত দুঃসংবাদ। ক্ষণে ক্ষণে ভেসে আসে অ্যাম্বুলেন্সের হুইসেল। এভাবে প্রতিটি দিন গড়ায়, রাতের অন্ধকার নামে। আসে আরেকটি নতুন ভোর। করোনা মহামারির এই সময়ে দেশের জনমানুষের দিনলিপি প্রায় এমনই। একবিংশ শতাব্দীর নতুন প্রজন্মের সদস্য হিসেবে আমরা বিশ্বের মহামারির গল্প শুধু ছবি, গল্প, কাব্য ও রূপকথায় জেনেছি। আমরা নতুন প্রজন্ম প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দূরে থাক দেখিনি '৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ। শুধু পূর্ববর্তী প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের শাণিত চেতনার গল্প শুনেই শিহরিত হয়েছি এক গৌরবমাখা অনুভবে। যুদ্ধ পরবর্তী অর্থনৈতিক মন্দাভাবে নতুন সামাজিক প্রেক্ষাপটে মানুষের বেঁচে থাকার লড়াইয়ের গল্পের আঁচও কিছুটা পেয়েছি বিভিন্ন শিল্প, সাহিত্যের চিত্রে। কিন্তু এবারই প্রথম আমাদের প্রজন্ম একটি ভয়াবহ বিশ্ব মহামারির সম্মুখীন।

করোনার এ যুদ্ধে পুরো বিশ্ব এখন ভীত। করোনা শুধু মানুষকে আক্রান্তই করছে না, মানুষের মধ্যে তৈরি করছে চরম ভীতি। মানুষের জীবননাশের কারণও হয়েছে এই জীবাণু। মৃত্যু আতঙ্কের কাছে দেশ, জাত, শ্রেণি, ধর্ম, বর্ণ, অর্থ, বিত্ত সব যে ঠুনকো- করোনা দেখিয়ে দিয়েছে। যতই দিন বাড়ছে সংকট আরও হচ্ছে। ঘরে বাইরে প্রত্যেকেরই করোনায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুকি রয়েছে, তবে অনেক মহানুভব মানুষ ও প্রতিষ্ঠান আক্রান্ত এবং ঘরে থাকা মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে। অনেকের মানবতার পরশে এভাবে এসে পাশে থাকায় অসহায় হতদরিদ্র দুঃস্থ মানুষগুলোকে একটু হলেও সাহস পাচ্ছে। সামাজিক দুরত্ব, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, এতসব সচেতনতার কথা বলা হচ্ছে এবং তা মেনে প্রতিটা মানুষ এখন প্রায় অবরুদ্ধ সময় পার করছে শুধুমাত্র অদৃশ্য এই ভাইরাসটির সংক্রমণ প্রতিহতের চেষ্টায়। ইতিবাচকভাবে যদি দেখি মানুষ যথেষ্ট সচেতনতার সঙ্গে নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচানোর এই যুদ্ধে নিরাপদ দূরত্ব রেখেও ঠিকই তাদের নিজ নিজ পেশায় কাজ করে চলেছে।

পৃথিবীর মানুষকে সুস্থ রাখতে এখন এই মুহূর্তের সামগ্রিকভাবে সমবেত চেষ্টার বিকল্প নেই। সমাজে আমরা কেউই একা বাঁচতে পারি না, পারবও না। আমি সুস্থ থাকলেই আমার চারপাশের পরিবেশ সুস্থ-সুন্দর থাকবে। এই যে মানবতার মায়ায় ভালোবাসার মায়াজাল ছড়াতে শুরু করেছে তাতে মনে হয় না করোনা পরাক্রমশালী হয়ে আর বেশিদিন বিরক্ত করতে পারবে পৃথিবীকে। হয়তো লকডাউনের এই পৃথিবীতে আপাতত আমরা কেউই ভালো নেই। আগামী দিনের আর্থ-সামাজিক মন্দাভাবের ভয়াবহতার আশঙ্কায়ও থাকছে। তবুও একটা আশার আলো বুকে রেখে নতুন ভোরকে স্বাগত জানাতে চাই আগামীর পৃথিবীতে। আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতায় স্বেচ্ছা বন্দিত্বের অবসান ঘটবে, সারা পৃথিবীর আকাশে করোনার কালো মেঘের ছায়া কেটে যাবে। করোনার এই আঁধার কেটে সুদিন আসবেই। প্রকৃতি আবার হাসবে। প্রাণভরে সকলে নিঃশ্বাস নেবো খোলা আকাশের নিচে। গোটা পৃথিবীই এখন আরেকটি নতুন সূর্যোদয়ের প্রত্যাশায়। আমরা জানি এখনও ভোর হয়নি, আজ হলো না, কাল হবে কিনা তাও জানা নেই, পরশু সুন্দর সকাল ঠিকই আসবে। অপেক্ষা কেবল সময়ের।

অফিসার (ক্যাশ), তেরখাদা শাখা, খুলনা।

ফটোগ্যালারি

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রথম প্রহরে জাতীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন ব্যাংকের পরিচালক কেএমএন মঞ্জুরুল হক লাবলু, এমডি এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম সহ অন্যন্যা নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, এমপি-কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন এমডি এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম

জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে স্বেচ্ছা রক্তদান কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে পরিচালক কেএমএন মঞ্জুরুল হক লাবলু এর নিকট থেকে সনদপত্র নিচ্ছেন অফিসার সমিতির সভাপতি নাজমুল হুদা রবিন

২০ ফেব্রুয়ারি ২০২০ মাউস এ ক্লিক করে বড় পর্দায় ই-অগ্রণী দর্পণ এর শুভ উদ্বোধন করছেন পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত

মুজিব জন্মশতবার্ষিকীতে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ করছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম

মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত স্বেচ্ছা রক্তদান কর্মসূচির ফটোসেশনে পরিচালক, এমডি সহ নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ

১৭ মার্চ ২০২০ মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ব্যাংকের শিল্পীবৃন্দ সংগীত পরিবেশন করছেন

ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের প্রাঙ্গণে নির্মিত শহীদ মিনারে ২১ শে ফেব্রুয়ারি-র প্রথম প্রহরে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

অগ্রণীর ১৯ লেখকের প্রকাশিত ২৪টি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করছেন পর্ষদের চেয়ারম্যান, পরিচালকবৃন্দ এবং এমডি ও সিইও সহ লেখকবৃন্দ

এবিটিআই-তে প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অতিথিকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন ব্যাংকের প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাগণ

গাজীপুর অঞ্চলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা, কর্মচারীদের একাংশ

মানিকগঞ্জ অঞ্চলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় দৌড়ে অংশগ্রহণ করছেন এমডি এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম

ধন্যবাদ